সহিংসতা নিয়ে নারীরা নিশ্চুপ কেন?

বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

নারীর অধিকার সংক্রান্ত ভাষার সঠিক ব্যবহার

বিস্তারিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

ধর্ষণের শিকার নারীদের প্রতি জনগোষ্ঠীর মনোভাব

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

জি.বি.ভি বিশেষ সংখ্যা

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ১৩ × বুধবার, ১৭ অক্টোবর ২০১৮

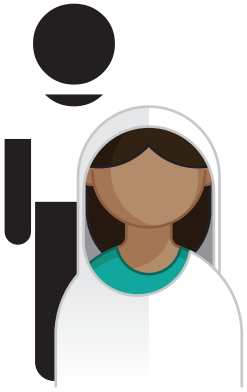

স্বামী কর্তৃক অত্যাচার: নারীরা চুপ থাকেন আর সহ্য করেন

সূত্র: ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত ৬৮১১ জন উত্তরদাতাদের থেকে আই.ও.এম কমিউনিটি মোবিলাইজারদের সংগ্রহ করা পরিমাণগত তথ্য; ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের পরিচালিত ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর (স্বামী) অত্যাচারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত গুনগত গবেষণা; এবং ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে অ্যাকশন এগেইনস্ট হাঙ্গার, সেভ দ্য চিলড্রেন এবং অক্সফ্যামের পরিচালিত জেন্ডারগত বিশ্লেষণ।

জনগোষ্ঠীর মতামতের ডাটা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা (জি.বি.ভি) বা স্বামী কর্তৃক অত্যাচার (আই.পি.ভি) সংক্রান্ত আশংকাগুলি, বর্তমানে যে মতামত জানানোর ব্যবস্থা রয়েছে তার মাধ্যমে তুলে ধরার হার খুবই কম। যেমন ক্যাম্প ১০-এর নারীদের জানানো সমস্ত মতামতের মধ্যে সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার ভাগ ১% এরও কম ছিল।

কিন্তু অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায় যে জি.বি.ভি এবং আই.পি.ভি সংক্রান্ত সমস্যাগুলো অত্যন্ত বাস্তব। সম্প্রতি, স্থানীয় সংবাদপত্রের বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে যে, প্রতিদিন ক্যাম্পের হাসপাতালে প্রায় ৫-১০ জন্য ধর্ষিত মানুষ চিকিৎসার জন্য আসেন। সংবাদপত্রগুলিতে সহিংসতায় শিকার হওয়া ব্যক্তিরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলি তুলে ধরা হয়েছে। তারা কর্তব্যরত ডাক্তার বা অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের কাছে ব্যাপারটি প্রকাশ করতে চান না। এছাড়াও বলা হয়েছে যে বহু ক্ষেত্রেই অপরাধী কোনও পুরুষ আত্মীয় হওয়ার কারণে নিগৃহীত নারীদের পক্ষে অভিযোগ জানানো মুশকিল হয়ে ওঠে। তাহলে কেন ত্রাণ সহায়তায় ইতিমধ্যে মতামত জানানোর যে উপায় ও ব্যবস্থাগুলি রয়েছে, সেগুলির মাধ্যমে এই ধরণের সমস্যাগুলো তুলে ধরা হচ্ছে না?

গুনগত গবেষণা থেকে জানা যায় যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে আই.পি.ভি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। আই.পি.ভি কে সেভাবে অত্যাচার বা 'সহিংসতা' বলে মনে করা হয় না: কারণ বেশির রোহিঙ্গার মতে "কারণ থাকুক বা না থাকুক", স্ত্রীকে মারধর করার অধিকার স্বামীর রয়েছে।

একজন রোহিঙ্গা নারী তার বিবাহিত জীবন শুরু করার সাথে সাথেই, তার উপর তার স্বামী অত্যাচার করা শুরু করতে পারে। তার পরিবার যদি বিয়ের সময় দেয়া প্রতিশ্রুতি মতো যৌতুক দিতে না পারে, তাহলে তার স্বামী আর শ্বশুর বাড়ির লোকজন তার উপর ক্রমাগত মৌখিক লাঞ্ছনা বা শারীরিক অত্যাচার চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে নারীরা সাধারণত প্রতিবাদ করেন না কারণ এই অত্যাচারকে তার বাবা-মার যৌতুক দিতে না পারার ফলাফল বলে মনে করা হয়। রোহিঙ্গা নারীরা যদি বাড়ির কাজকর্ম ঠিকভাবে না করেন বা শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের ঠিকমতো যত্ন না নেন বা স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে না পারেন, তাহলেও তারা আই.পি.ভি-র শিকার হতে পারেন।

মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার ছাড়াও রোহিঙ্গা নারীদের জোর করে তাদের স্বামীদের সাথে যৌন মিলনে বাধ্য করা হতে পারে। যেসব নারীদের কম বয়সে বিয়ে হয়েছে তারা বলেছেন যে তাদের স্বামীরা প্রায়ই খুব অল্প সময়ের মধ্যে একাধিক বার যৌন মিলন করতে চাইত এবং সেই অভিজ্ঞতা তাদের জন্য কতটা কঠিন ও বেদনাদায়ক ছিল সেই বিবরণ দিয়েছেন। নারীরা জানিয়েছেন যে স্বামীর দাবী প্রত্যাখ্যান করার তাদের কোনও উপায় ছিল না এছাড়াও তাদের সাথে কিভাবে মাসিক চলাকালীন, গর্ভাবস্থার শেষের দিকে এবং প্রসবের মাত্র কয়েক দিন পরেই জোর করে যৌন মিলনে বাধ্য করা হত, তারা সেই বিবরণ দিয়েছেন।

আবেগগত, মানসিক ও যৌন নিগ্রহ সহ্য করার পরেও রোহিঙ্গা নারীরা সচরাচর তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন না এবং চরম পরিস্থিতি, যেমন মারধরের কারণে রক্তপাত বা গুরুতর আঘাত না লাগলে, তারা সাধারণত কোনও পদক্ষেপও নেন না (সরাসরি বা তাদের বাবা-মার সাহায্যে)। নারীদের মতামত থেকে এই চুপ থাকার বেশ কয়েকটা কারণ জানা যায়। তারা ভয় পান যে তাদের স্বামীরা দ্বিতীয়বার বিয়ে করবে এবং যেহেতু রোহিঙ্গা সমাজে মেয়েদের আবার বিয়ে করা অসম্ভব ব্যাপার, তাই তারা আশংকা করেন যে তেমন ঘটলে তারা টাকাপয়সা পাবেন না এবং তাদের টাকা উপার্জন করে বাঁচার কোনও উপায় থাকবে না। সেই সাথে, কোনও নারী যদি এর প্রতিবাদ করেন বা স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তাহলে তাকে সমাজে 'বেয়াদব' আখ্যা দেওয়া হয়। একজন 'বেয়াদব' স্ত্রীকে পুরো জনগোষ্ঠী অপছন্দ করে এবং সেটা কোনও রোহিঙ্গা নারীই চান না।

> "স্বামী পিটিয়ে আধমরা করে দিলেও স্ত্রী তার সাথে তর্ক করতে পারবে না। আমাদের ধর্মে বলা হয়েছে যে একজন স্ত্রী তার স্বামীকে অশ্রদ্ধা করতে পারে না। আমি নাটকে (বাংলাদেশে) দেখেছি যে অনেক মেয়েরাই তাদের স্বামীদের মারধর করত। তারা হল অবাধ্য 'বেয়াদব'। দোষ না থাকলেও, যদি স্বামী তার স্ত্রীকে মারধর করে তাহলে সেই স্ত্রীর কাছে দুটি পথ খোলা থাকে - তার স্বামীর সাথেই থাকা বা তার বাপের বাড়ি চলে যাওয়া, কিন্তু সে স্বামীর অবাধ্য হতে পারে না।"
>
> - বিবাহিত নারী, ২৫, টেকনাফ

> "স্বামী যদি কাজ থেকে ফিরে দেখে যে খাবার তখনও তৈরি হয়নি তাহলে সে স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করতে পারে, এমনকি মারধরও করতে পারে, কারণ রান্না করা আর স্বামীর খেয়াল রাখা স্ত্রীর কর্তব্য"
>
> - নারী, ২৫, টেকনাফ

> "একজন বিবাহিত নারীর সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য হল তার স্বামীর খেয়াল রাখা। আর সে স্বামীর সমস্ত আদেশ মেনে চলতে বাধ্য। সবসময় সব আদেশ সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে। স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হলেই ঝগড়াঝাঁটি শুরু হবে। স্বামী তাকে গালাগাল দেবে এবং স্ত্রীকে নিজের কথা শুনতে বাধ্য করার জন্য মারধর করবে।"
>
> - সম্প্রদায়ের নেতা, উখিয়া

নারীদের কথা:
রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে জেন্ডার নিয়ে আলোচনা

জেন্ডার সংক্রান্ত শব্দগুলির মধ্যে যে সূক্ষ্ম তফাতগুলো রয়েছে তা বুঝতে পারলে ত্রাণ কর্মীরা রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলিতে আরও ভালোভাবে নারী অধিকারের স্বপক্ষে কাজকর্ম করতে পারবেন। নারী এবং সমাজে তাদের অবস্থানের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা সমাজে বহু রক্ষণশীল মূল্যবোধ মেনে চলা হয়। রোহিঙ্গা নারী হওয়ার অর্থ কী তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধর্ম একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া, রোহিঙ্গা নারীদের মধ্যে নিরক্ষরতা হারও খুব বেশি কারণ ঐতিহ্যগতভাবে তাদের কখনো শিক্ষা ও পেশার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

পরোক্ষ শব্দ

সংস্কৃতির রক্ষণশীল প্রকৃতি এবং সম্প্রদায় যে ধরনের মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে গেছে তার কারণে রোহিঙ্গারা সংবেদনশীল বা নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় বহু পরোক্ষ শব্দ ব্যবহার করেন। পরোক্ষ শব্দ বা euphemism হল কোনও লজ্জাজনক বা সংবেদনশীল শব্দের বদলে ব্যবহৃত একটি অপেক্ষাকৃত কোমল কোনও কথা। এগুলো সাধারণত আনুষ্ঠানিক পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা হয় - যেমন মসজিদে বা মাঝির সাথে মিটিং-এ এবং নারীদের সাথে কথা বলার সময়।

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ আরও কার্যকর এবং সম্মানজনক হবে যদি মাঠ-কর্মীরা এই প্রচলিত পরোক্ষ শব্দগুলির মানে বুঝতে পারেন এবং সেগুলো ব্যবহার করেন। যদিও এই শব্দগুলি সরাসরি অনুবাদ করা যায়, কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু শব্দ নেতিবাচক বা লজ্জাজনক মনে করা হতে পারে। যেমন মাসিকের জন্য একটি সাধু শব্দ আছে - হাইজ - এটি রোহিঙ্গারা আরবি ভাষা থেকে নিয়েছেন। তবে, অনেক কম বয়সী মেয়েরাই এই শব্দটি বলা পছন্দ করে না। তারা এটিকে ঘুরিয়ে 'গুসল' বলা পছন্দ করেন, যার মানে হল 'স্নান করা'। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে, যেমন যৌন হয়রানি বা ধর্ষণ করা হয়েছে কিনা তদন্ত করার সময়, এই অপরাধগুলির জন্য যে প্রচলিত পরোক্ষ শব্দগুলি ব্যবহার করা হয় তার থেকে সঠিকভাবে কিছু জানা কঠিন হতে পারে।

সবাই এটা করে

যৌনকর্ম বোঝাতে রোহিঙ্গা ভাষায় নিরপেক্ষ কোনো শব্দ নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে এর জন্য ব্যবহৃত শব্দগুলি 'ধর্মীয়ভাবে অনুমোদিত' (জায়েজ) বা 'নিষিদ্ধ' (না-জায়েজ) কিনা তার উপর নির্ভর করে। শুধুমাত্র স্বামী ও স্ত্রী মধ্যে যৌনকর্মকে অনুমোদিত হিসেবে দেখা হয় আর এজন্য যে কথাটি ব্যবহার করা হয় সেটি হল 'মিল-মিলাপ' অথবা 'মিলন', এই দুটি শব্দেরই সাধারণ অর্থ হল 'দেখা সাক্ষাৎ হওয়া' বা 'মিলিত হওয়া'। ধর্মীয় মহলে, বিশেষ করে বয়স্ক পুরুষদের সামনে 'সুবাত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। নিষিদ্ধ যৌনকর্ম বোঝানোর জন্য অনেকগুলো শব্দ আছে (যেগুলির অনেকগুলোই স্ল্যাং বা অপশব্দ), তবে ভদ্র ভাষায় এটা বোঝানোর জন্য 'জেনা' (আরবি থেকে নেওয়া শব্দ, যার অর্থ 'ব্যভিচার'), 'বুরা হাম' (যার অর্থ 'খারাপ কাজ', এবং 'কালা হাম' (যার অর্থ 'কালো কাজ') ব্যবহার করা হয়।

যৌন নির্যাতনের সূক্ষ্ম তারতম্য

রোহিঙ্গা সংস্কৃতির রক্ষণশীল প্রকৃতি এবং রোহিঙ্গা ভাষার সর্বসম্মত কোনও রূপ না থাকায় তাদের সাথে যৌন নির্যাতনের সূক্ষ্ম তারতম্যগুলো নিয়ে আলোচনা করা কঠিন। এই বিষয়ের সাথে যুক্ত শব্দ যেমন 'যৌন মিলন' এবং 'যৌন' অনুবাদ করা খুবই কঠিন। পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা অনুযায়ী যৌন নির্যাতন বলতে হয়রানি থেকে শুরু করে আক্রমণ এবং ধর্ষণ বোঝায়। কিন্তু রোহিঙ্গা ভাষায় এই পার্থক্যগুলো প্রকাশ করা খুবই কঠিন কারণ যেকোনো যৌন বিষয়ের সাথে কলঙ্ক যুক্ত রয়েছে। যৌন হয়রানি বোঝাতে বেশ কিছু পরোক্ষ শব্দ ব্যবহৃত হয় যেমন 'বদমাশি গরন ('বদমাইশি করা'), 'বেইজ্জত গরন' ('অপমানিত হওয়া'), 'দাগ' ('কলঙ্ক'), 'বলাজুরি জুলুম' ('জোর জবরদস্তি করা')। এই কথাগুলির সবকটির মধ্যে 'নিগ্রহ' এবং 'জোর করা' ধরনের শব্দ থাকলেও কোনোটিতেই যৌন কথাটি প্রকাশ করা হয় না। যেহেতু এই শব্দগুলো যেকোনো ধরনের নিগ্রহ বা জোর করা বোঝাতে পারে তাই পরিস্থিতি সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য না পেলে, দোভাষী এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের পক্ষে যৌন নির্যাতনের সঠিক ধরন বোঝা কঠিন হয়। কিন্তু সম্প্রদায়টি ক্যাম্পে আসার পর থেকে বিভিন্ন ত্রাণ সংস্থাগুলোর সাথে তাদের কথাবার্তার কারণে রোহিঙ্গা ভাষায় 'রেপ' (ধর্ষণ) শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে (উচ্চারণ রেপ), যার মাধ্যমে জোর করে যৌন মিলন করা বোঝায়। তা হলেও এই বিষয়টির সাথে যুক্ত সংবেদনশীলতা ও কলঙ্কের কারণে এই বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমে পরোক্ষ শব্দগুলো (বিশেষ করে ধর্ষণের ক্ষেত্রে 'বলাজুরি' জুলুম') ব্যবহার করাই ভালো।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মতামত: ধর্ষণের শিকার নারী এবং তাদের সন্তানেরা

সূত্র: ২০শে আগস্ট থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ক্যাম্প ১পূঃ/পঃ, ২ পূঃ/পঃ, ৩ এবং ৪ থেকে ইন্টারনিউজের ১৭ জন কমিউনিটি সংবাদদাতাদের কোবো কালেক্ট অ্যাপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা মতামত। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রধান প্রধান আশংকা এবং প্রশ্নগুলি তুলে ধরার জন্য মোট ৬০০টি কথোপকথন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইংরেজি এবং বাংলা লিপি ব্যবহার করে রোহিঙ্গা ভাষায় মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

ইন্টারনিউজ

২০ আগস্ট থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর

মোট মতামত		
৬০০	৩৫৪	২৪৬

ধর্ষণের সার্ভাইভার: বিবাহিত ও অবিবাহিত

"আমরা ওদের ঘেন্নাও করতে পারিনা, আবার মেনেও নিতে পারি না। আর আমরা নিজেদের জিজ্ঞাসা করি যে ওদের কি দোষ?" গত বছর রাখাইন রাজ্যে যে যৌন নিপীড়ন করা হয়েছিল তাতে ধর্ষিত নারী এবং তাদের নবজাত শিশুদের সম্পর্কে কথা বলার সময় এমনটাই বলেছেন ক্যাম্প ১পূঃ-র ৪৩ বছর বয়সী একজন নারী।

রোহিঙ্গাদের পালিয়ে বাংলাদেশে আসার পরে এক বছরের বেশি পার হয়েছে আর যেসমস্ত নারীদের উপর ধর্ষণের মতো যৌন অত্যাচার করা হয়েছিল তারা এখন সন্তান জন্মদান করেছেন। এই বিষয়টি নিয়ে কেউই আলোচনা করতে চান না, কিন্তু সেই শিশুদের জন্ম হওয়ার পরে মানুষ তাদের আশংকা আরও খোলাখুলি ভাবে জানাচ্ছেন এবং সেই সব ধর্ষিত নারী এবং তাদের সন্তানদের পরিচয়, সামাজিক স্বীকৃতি এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আশংকা তুলে ধরছেন।

> "যেসব অল্প বয়সী মেয়েদের মায়ানমারে ধর্ষণ করা হয়েছিল তাদের কিভাবে বিয়ে দেব তা নিয়ে আমরা চিন্তায় আছি। আমরা জানি না ওদের কিভাবে বিয়ে দেব বা কে ওদের বিয়ে করবে।"
>
> - নারী, ৩৩, ক্যাম্প ১পঃ

> "আমাদের মেয়েদের আর বোনেদের ধর্ষণ করা হয়েছে। আমরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই চিন্তিত। তাদের কে বিয়ে করবে? কিছু ধর্ষিত নারী বিবাহিত আর তাদের স্বামীরা তাদের ছেড়ে চলে গেছে। তাদের কে দেখবে? ধর্ষণের পরে যে শিশুরা জন্মেছে, আমরা তাদের ঘৃণা করিনা। কিন্তু ওরা মুসলিম না। ওদের মায়েরা বিয়ে করতে চাইলে ওদের কি হবে? ভবিষ্যতে ওদের বাবার নামের জায়গায় আমরা কি লিখব? আমরা চাই ওরা এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মর্যাদা নিয়ে বাঁচুক।"
>
> - পুরুষ, ৫৮, ক্যাম্প ১পঃ

এই মতামত থেকে ধর্ষণের সার্ভাইভারদের জন্য সম্প্রদায়ের আশংকাগুলি উঠে এসেছে। তারা ধর্ষণের শিকার নারীদের বৈবাহিক অবস্থা অনুযায়ী দুই দলে ভাগ করেছেন: বিবাহিত এবং অবিবাহিত। সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ সদস্যরা মনে করছেন যে ধর্ষণের যে সার্ভাইভাররা অবিবাহিত, তাদের জন্য পাত্র খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল হবে। তারা মনে করছেন যে একজন ধর্ষিত নারীকে কেউ বিয়ে করতে চাইবে না। যে সমস্ত বিবাহিত নারী ধর্ষিত হয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে অবস্থাটা আরও খারাপ। তাদের মধ্যে অনেককে তাদের স্বামীরা ছেড়ে চলে গেছেন এবং এখন তারা প্রচণ্ড দুর্দশায় আছেন কারণ তাদের ভরণপোষণের জন্য কেউ নেই।

এছাড়াও মানুষ বলেছেন যে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের কারণে বহু ধর্ষিত নারীই তাদের নির্যাতনের কাহিনী জানাতে চান না কারণ তারা ভয় পান যে সম্প্রদায়ের মানুষ হয়ত তাদের ঘৃণা করতে শুরু করবে এবং তাদের মেনে নেবে না। কমিউনিটির মানুষেরা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে তারা সেই সমস্ত ধর্ষণের শিকার নারীদের সাহায্য করতে চান কারণ যা ঘটেছে সেজন্য তারা তাদের দোষী মনে করেন না। এছাড়াও তারা মনে করেন যে ধর্ষিত নারী এবং তাদের সন্তানদের জন্য যে সহায়তাগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে সম্প্রদায়ের সকলে যদি জানেন তাহলে তাদের সাহায্য করা আরও সহজ হবে। এখন বেশিরভাগ মানুষই ধর্ষণের শিকার নারীরা কি ধরণের সহায়তা পেতে পারেন তা জানেন না।

> "আমরা জানি যে গত বছর যে ধর্ষণ ঘটেছিল সেই কারণে যে শিশুদের জন্ম হয়েছে তারা আমাদের জনগোষ্ঠীর নারীদের উপর হওয়া অত্যাচারের প্রমাণ। কিন্তু কিভাবে আমরা সেই শিশু এবং তাদের মায়েদের একটা আরও ভালো আর স্বাভাবিক পরিবেশ দিতে পারি যাতে তারা সম্প্রদায়ের অন্যান্য মানুষদের মতোই বাঁচতে পারে। এরা বৌদ্ধ সেনাদের শিশু। এরা আমাদের সেই ভয়ানক হত্যাযজ্ঞের কথা মনে করিয়ে দেয়।"
>
> - পুরুষ, ৩৮, ক্যাম্প ২ পশ্চিম

ধর্ষণের কারণে যে সব শিশুর জন্ম হয়েছে তাদের নিয়ে প্রচুর আশংকা রয়েছে। এই শিশুরা ধর্ষিত নারী এবং জনগোষ্ঠীর সদস্যদের উপর হওয়া অত্যাচারের নিদর্শন এবং সম্প্রদায় যে নৃশংসতার মুখোমুখি হয়েছিল, এদের তার নিদর্শন মনে করা হয়। এই শিশুদের পরিচয় কি হবে এবং তাদের সমাজে মেনে নেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে জনগোষ্ঠী আশংকায় রয়েছে। কিছু মানুষ এমন প্রশ্ন তুলেছেন যে:

- এই শিশুরা তো বর্মী সেনাদের সন্তান, তাহলে এরা কোন ধর্ম অনুসরণ করবে?
- যেসব সরকারি কাগজপত্রে বাবার নামের দরকার হয় সেগুলোতে কি লেখা হবে?
- তাদের মায়েরা যদি বিয়ে করেন এবং নতুন করে জীবন শুরু করতে চান তাহলে এই সব শিশুদের কি হবে আর তাদের কে দেখাশুনা করবে?
- বিভিন্ন ত্রাণ সংস্থার থেকে ভুক্তভোগী নারীরা কি ধরণের সহায়তা পেতে পারেন?
- মুসলিম সমাজে একজন মগের সন্তানকে মানুষ কতটা সাদরে মেনে নেবে?

জনগোষ্ঠীর সদস্যরা এই ধর্ষণের শিকার নারীদের এবং তাদের সন্তানদের পরিচয় এবং ভবিষ্যতে তারা যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হবে তা নিয়ে আরও বেশি চিন্তায় আছে বলে মনে হয়। তারা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে এই সমস্ত শিশুদের প্রতি তাদের কোনো ঘৃণা নেই। কিন্তু তারা মনে করছেন যে যদি উপরের প্রশ্নগুলোর স্পষ্ট জবাব থাকতো, তাহলে তারা অন্তত ক্যাম্পের মধ্যে ধর্ষিত নারী এবং তাদের সন্তানদের জন্য আরও ভালো এবং নিরাপদ একটি পরিবেশ তৈরি করতে পারতেন।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিতভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলি সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলিকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলির চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।